সংবাদ

তারিখ ... 03 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 18 ... কলাম ... 6 ...

২১শ শিক্ষার্থীকে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের বৃত্তি প্রদান

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ২০১৫ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ২ হাজার ১৫৩ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করেছে। এ পর্যন্ত মোট ৩৮ হাজার ৫৬৩ জন শিক্ষার্থী ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের বৃত্তির সুযোগ পেয়েছে। এর মধ্যে বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের ২০ হাজার ৯০১ জন শিক্ষার্থী বৃত্তির সুযোগ গ্রহণ করছে। গতকাল মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বৃত্তিপত্র বিতরণ করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত বেনওয়া পিয়ের লাঘামে। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের চেয়ারম্যান সায়েম আহমেদ। অন্যান্যের মধ্যে, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কেএস তাবরেজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আবুল মাল আবদুল মুহিত ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং ব্যাংকের অন্যান্য সামাজিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন। তিনি ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ধারাবাহিক সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজের প্রশংসা করেন এবং এ বৃত্তি প্রকল্পকে দেশের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে আর্থিক খাতের অনন্য দৃষ্টান্ত বলে মন্তব্য করেন। দেশের অন্যান্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের কল্যাণে এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আনিসুল হক বলেন, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক স্ব-প্রচেষ্টা ও নিজ আন্তরিকতায় সুবিধাবঞ্চিত অস্বচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়ে দেশ ও জাতি গঠনে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে তা সর্বমহলে প্রশংসার দাবিদার। তিনি বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানান এবং তারা প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত হয়ে দেশ গঠনে নিজেদের উৎসর্গ করবে- এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বেনওয়া পিয়ের লাঘামে তার বক্তব্যে সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত গঠনে এই অনন্য চেষ্টার জন্য ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের প্রশংসা করেন এবং এই উদ্যোগ দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ সময় তিনি বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানান।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান সায়েম আহমেদ বলেন, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক জন্মলগ্ন থেকে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামাজিকদায়দ্ধতা পরিপালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে আসছে। তিনি আরও বলেন, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের মোট বৃত্তির শতকরা ৯০ ভাগ দেয়া হয় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে তন্মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগই দেয়া হয় ছাত্রীদের। ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি মন্ত্রীদের ধন্যবাদ জানান।

ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কেএস তাবরেজ বৃত্তিপ্রাপ্ত সকল ছাত্রছাত্রীকে অভিন্দন জানান এবং আগত সম্মানিত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপনী ঘোষণা করেন।